

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা
(www.bpatc.gov.bd)

পিপিআর অনুবিভাগ

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর ষাণ্মাসিক
অর্জন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা
সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ও সভাপতি, এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
তারিখ: ০৩ ও ০৪ জানুয়ারি ২০২৪
সময়: সকাল ১০:০০ টা
স্থান: কক্ষ নং-২০৬, আইটিসি

উপস্থিতি: তালিকা সংযুক্ত

সভাপতি সকলকে নতুন খ্রিষ্টাব্দ ২০২৪ এর শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। আলোচনার শুরুতে এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সম্মানিত সদস্যগণের সাথে সভায় উপস্থিত কেন্দ্রের অনুযায়ী পরিচিত হন। আলোচনার শুরুতেই সভাপতি এপিএ কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে শুধু সংখ্যাগত নয় বরং গুণগত মান বজায় রাখার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে সকলকে আহবান জানান। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে কেন্দ্রের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট জনাব হাসান মূর্তাজা মাসুম, পরিচালক (পিপিআর) এপিএভূক্ত কার্যক্রমসমূহের ষাণ্মাসিক অর্জন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/পরামর্শ	বাস্তবায়ন
১.	এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুণগত মানকে প্রাধান্য প্রদান	কেন্দ্রের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ'র অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি কর্মসম্পাদন যেনো উপযুক্তভাবে সম্পাদিত হয় সেদিকে সভায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষত, গুণগত মানের ভিত্তিতেই সূচকের নম্বর প্রদান করা হবে মর্মে এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল মত প্রদান করেন। অর্থাৎ পূর্বের ন্যায় শুধু সংখ্যাভিত্তিক অর্জনই যথেষ্ট নয়। এলক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী এপিএ বাস্তবায়নে সকলকে পরামর্শ দেয়া হয়।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রাভূক্ত কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়নে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নীতিমালা অনুযায়ী গুণগত মান বজায় রেখে প্রতিটি কর্মসম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল অনুবিভাগ, অধিশাখা, শাখা ও এপিএ টিম

Am

SP

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/পরামর্শ	বাস্তবায়ন
২.	কোর কোর্সসমূহের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কর্মচারীদের সক্ষমতার উন্নয়ন	(১.১) চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নবনিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ৬০২ (ছয়শত দুই) জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উপস্থিতিতে ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	(১.১) সংখ্যাভিত্তিক অর্জনের পাশাপাশি গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণের কারিকুলাম, প্রশিক্ষণ সুবিধাদি প্রয়োজনানুসারে যেনো সমৃদ্ধ হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	পরিচালক (পিপিআর)
		(১.২) উপসচিব, পুলিশ, পররাষ্ট্র ক্যাডারের এবং সমপর্যায়ের সামরিক বাহিনীর কর্মচারীগণের জন্য উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে চলতি অর্থবছরে এ যাবত ১১০ (একশত দশ) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, সভার আলোচনা অনুযায়ী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। তবে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা আরো বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়।	(১.২) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে বাস্তবতার নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়পূর্বক আরো অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীর লক্ষ্যমাত্রা ভবিষ্যতে নির্ধারণ করতে হবে। একইসাথে প্রশিক্ষণের গুণগত মান বজায় রাখতে সময়োপযোগী কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিতে হবে।	
		(১.৩) যুগ্মসচিব এবং সমমানের কর্মচারীদের জন্য সিনিয়র স্টাফ কোর্সে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ৭২ (বাহাত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় ও সভার আলোচনার প্রেক্ষিতে, আগামী ছয় মাসে এ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা কীভাবে অর্জিত হবে তা নিয়ে আলোচনা হয়।	(১.৩) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা যেনো যথাসময়ে মানসম্মত উপায়ে অর্জিত হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	
		(১.৪) অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স (পিপিএমসি, এসএফটিসি ও টিওটি) এর ক্ষেত্রে আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৯৪ (একশত চুরানব্বই) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়। এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্যবৃন্দ কেন্দ্রকে ভবিষ্যৎ এপিএ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অধিক বাস্তবমুখী হবার পরামর্শ দেয় এবং সফট টার্গেট বাছাইকরণে নিরুৎসাহিত করেন।	(১.৪) কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সক্ষমতা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতে সফট টার্গেটের পরিবর্তে চ্যালেঞ্জিং টার্গেট নিতে হবে।	

Am

SSB

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/পরামর্শ	বাস্তবায়ন
৩.	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	(২.১) সভায় জানানো হয়, বিপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের এপিএ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৪% (চার) অদ্যাবধি অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও, সভায় আলোচনা হয়, এপিএ সংশোধনী প্রস্তাবনার মাধ্যমে পূর্বে উল্লিখিত ২.১ (১টি উন্নয়ন প্রকল্প দলিল প্রস্তুতকরণ ও অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ) কার্যক্রমটি এপিএ ২০২৩-২৪ হতে বাদ দেয়া হয়েছে।	(২.১) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্প অনুবিভাগ
		২.২ (কেন্দ্রের e-Repository-তে সংরক্ষণের জন্য রিসোর্সের ইলেকট্রনিক ভাঙ্গন প্রস্তুতকরণ) ও ২.৩ (বই/জার্নাল Koha সফটওয়্যারে এন্ট্রিকরণ), কেন্দ্রের e-Repository-তে সংরক্ষণের জন্য রিসোর্সের ইলেকট্রনিক ভাঙ্গন প্রস্তুত সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। তবে, বই/জার্নাল Koha সফটওয়্যারে এন্ট্রিকরণের ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৬০০ শিরোনামের মধ্যে ১৫১টি শিরোনামের এন্ট্রি সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জনের জন্য সভায় তাগিদ দেয়া হয়।	বই/জার্নাল Koha সফটওয়্যারে এন্ট্রিকরণ এর নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যথা উপায়ে অর্জন করতে হবে। e-Repository-এর রিসোর্সসমূহ যেনো যৌক্তিক উপায়ে স্টেকহোল্ডারদের ব্যবহার উপযোগী (Accessible) হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	পরিচালক (এলটিএ)
		(২.৪) আরপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালা প্রণয়নের নতুন উদ্যোগকে সভায় উৎসাহিত করা হয়। তবে, এক্ষেত্রে গতানুগতিক বিষয়াবলির পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিতে সহায়ক বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ দেয়া হয়।	আরপিএটিসি'র প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নীতিমালায় প্রশিক্ষণ কারিকুলামের গুণগত মান উন্নয়ন, উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী বাছাই ও প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণহীন/ অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এমন কর্মচারীর মনোনয়নকে প্রাধান্য দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে নির্দেশনা রাখার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।	পরিচালক (এসটিঅ্যান্ডআরসি)
(২.৭) ৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন গ্রেডের ৩৩০০ জন কর্মচারীকে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জিত হবে বলে আলোচনায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।	নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে টার্গেট গুপভিত্তিক প্রশিক্ষণ যেনো দেয়া হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। ফলে, প্রতিষ্ঠানে সার্বিক কর্মসম্পাদনের মান উন্নত হবে।			

Am

SAB

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/পরামর্শ	বাস্তবায়ন
		(২.৮) শূন্য পদের বিপরীতে ছাড়পত্রের ভিত্তিতে নবনিয়োগ/পদোন্নতির মধ্যমে শূন্যপদ পূরণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে কর্মসম্পাদন সূচক অনুযায়ী অর্জন প্রতিফলনের সুপারিশ দেয়া হয়।	কর্মসম্পাদন সূচকের গণনা পদ্ধতি অর্থাৎ শতকরা হার (%) অনুযায়ী অর্জন দেখাতে হবে। এক্ষেত্রে, শুধু নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা উল্লেখ যথার্থ নয়।	
		২.৯ (বিপিএটিসি ইআরপি-এর আপগ্রেডেশন ও কাস্টমাইজেশন [ই-ক্লিনিক ম্যানেজমেন্ট ও গবেষণা ম্যানেজমেন্ট মডিউল চালুকরণ]), ২.১০ (মাইক্রোসফট সিস্টেম সেন্টার এর ইন্টেলেশন এবং একটি ডাইরেক্টরি কনফিগারেশন), ২.১১ (২টি কম্পিউটার ল্যাবের ১২০টি ডেস্কটপের অফিস লাইসেন্স হালনাগাদকরণ), ও ২.১২ (বিপিএটিসি'র প্রণয়নকৃত আইটি মাস্টার প্ল্যানের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার ২০% বাস্তবায়ন) সূচকভুক্ত কার্যক্রমসমূহ যেনো লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত নির্ণায়কসমূহ বিবেচনায় নিয়ে অর্জিত হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান এবং সচেতন থাকতে হবে।	প্রযোজ্যতা অনুযায়ী যথাসময়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি (যেমন- টেন্ডারসংশ্লিষ্ট) প্রকাশ করতে হবে। প্রণয়নকৃত আইটি মাস্টার প্ল্যানের কার্যক্রমসমূহ গুণগত মান বজায় রেখে অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সিস্টেমস্ এনালিস্ট
৪.	গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম জোরদারকরণ	৩.১ (২০২৪-২৫ অর্থবছরের গবেষণা প্রস্তাবের চূড়ান্ত অনুমোদন), ৩.২ (পূর্বে গৃহীত গবেষণা প্রতিবেদনের চূড়ান্ত অনুমোদন), ৩.৩ (চূড়ান্ত অনুমোদিত গবেষণা প্রতিবেদন ই-রিপোর্টের প্রকাশ), ৩.৪ (বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত গবেষণার Key Findings পলিসি রিফ আকারে প্রকাশ) ও ৩.৫ (বিগত অর্থবছরের সম্পাদিত গবেষণার Key Findings বিষয়ে অবহিতকরণ সেমিনার আয়োজন) সূচকভুক্ত কার্যক্রমসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/শাখাকে সর্বোচ্চ প্রয়াস অব্যাহত রাখতে হবে। গবেষণা কার্যক্রম অনুমোদন, প্রকাশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারগণদের উপকৃত (মেধাস্বত্ব সংরক্ষণপূর্বকগবেষণা প্রতিবেদন পাঠের সুযোগ, অনলাইন এক্সেস) হবার বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।	গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণে সমসাময়িক এবং সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি বিবেচনায় নিতে হবে। সম্পাদিত গবেষণাকর্ম স্টেকহোল্ডারদের পাঠের জন্য উপযুক্ত (মেধাস্বত্ব সংরক্ষণপূর্বক অনলাইন এক্সেস) সুযোগ রাখতে হবে।	গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা
		৩.৬ (প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি ২০২৪-২০২৫ প্রকাশ (বিপিএটিসি ও আরপিএটিসিমুহুর), ৩.৭ (BJPA জার্নাল এর ২টি ইস্যু প্রকাশ, ১টি বাংলাদেশ লোক প্রশাসন পত্রিকা ও ৪টি নিউজলেটার প্রকাশ) এবং ৩.৮ (কেন্দ্রের ১টি কোর্স কোর্সের প্রভাব নিরূপণ (Impact Analysis) কার্যক্রমসমূহ যথাসময়ে মানসম্মত উপায়ে সম্পন্ন করার নির্দেশনা সভায় প্রদান করা হয়।	প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জিকা, নিউজ লেটার, BJPA যথাসময়ে অনলাইনে প্রকাশ এবং মুদ্রিত কপি ছাপাতে হবে। কোর্স কোর্সের প্রভাব নিরূপণে গৃহীত উদ্যোগ যেনো নির্ধারিত সময়সীমায় সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।	

Am

S.S.P.

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/পরামর্শ	বাস্তবায়ন
৫.	সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদের সক্ষমতার উন্নয়ন	৪.১ (সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন), ৪.২ (বিপিএটিসি'র নিজস্ব কর্মচারীদের (১১-২০ গ্রেড) জন্য ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন), ৪.৩ (দেশের যে সকল বিভাগে আরপিএটিসি নেই সে সকল বিভাগে আরপিএটিসিসমূহের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালা), ৪.৪ (প্রশিক্ষণের গুণগত মানোন্নয়নে আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্যবহৃত রিসোর্স পার্সন পুলের তালিকাভুক্ত প্রশিক্ষকদের সাথে কর্মশালা) সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রায় বিপিএটিসি পিছিয়ে রয়েছে এবং আরপিএটিসিসমূহের প্রশিক্ষণসমূহ সম্পর্কে অবহিতকরণ কর্মশালাও মাত্র ০১ (এক) টি হয়েছে। নির্ধারিত অর্থবছরেই এ কার্যক্রমসমূহ মানসম্মত উপায়ে বাস্তবায়নের জন্য সভায় নির্দেশনা দেয়া হয়।	সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সরকারের উন্নয়ন দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইত্যাদি উপর কর্মশালা আয়োজন করতে হবে। সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী যেনো নির্ধারিত কর্মসূচিসমূহ সম্পন্ন হয় তা বিশেষ বিবেচনায় নিতে হবে। নতুবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংখ্যাগত মান অর্জনই প্রাধান্য পাবে গুণগত নয়।	পরিচালক (পিপিআর)/ পরিচালক (এসটিএন্ডআরসি)
৬.	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, ই-গভর্ন্যান্স/উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও সেবাপ্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ নির্ধারিত সূচক সময়সীমা অনুযায়ী বাস্তবায়নে মনোযোগী হতে সকলকে পরামর্শ দেয়া হয়।	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত পূর্ণ নম্বর যেনো বিপিএটিসি অর্জন করে সে লক্ষ্যে গুণগত উপায়ে নির্ধারিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি

খ) সভায় উপরোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সার্বিকভাবে বিবেচনার জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রদান করা হয়:

- এপিএ কার্যক্রমসমূহ যথাউপায়ে অর্জনে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে।
- বিশেষজ্ঞ পুলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এপিএ পর্যালোচনা সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রয়োজ্যতা অনুযায়ী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পর্বে অংশ নিতে হবে। এছাড়াও, এ সভায় কেন্দ্রের এমডিএসগণকেও থাকতে অনুরোধ করা যেতে পারে।
- বিপিএটিসি'র গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানসমূহে এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্যবৃন্দকে আমন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে অনুরোধ করা হয়।

গ) বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থাপিত প্রস্তাবনা/পরামর্শসমূহ কেন্দ্রের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এপিএ বাস্তবায়নে অনুসরণ/প্রয়োগ করার অনুরোধ জানিয়ে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা)
সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)

ও


সভাপতি, এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

কার্যবিবরণী নং-০৫.০১.২৬৭২.১৩৩.০৫.১০৭.২৩. ৬১২

তারিখ: ০৬/০১/২০২৪

অনুলিপি- সদয় জ্ঞাতার্থে ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। জনাব মোঃ ফিরোজ মিয়া, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ও সদস্য, এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
- ২। জনাব আব্দুর রউফ চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ও সদস্য, এপিএ বিশেষজ্ঞ পুল, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়;
- ৩। এমডিএস (সকল), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা;
- ৪। সদস্য (সকল) এপিএ টিম, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা;
- ৫। পরিচালক (সকল), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা;
- ৬। জনাব.....;
- ৭। সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
- ৭। রেক্টরের একান্ত সচিব (রেক্টর মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা;
- ৮। সংশ্লিষ্ট নথি।

 ০৬/০১/২০২৪

(হাসান মৃতাজা মাসুম)
পরিচালক (পিপিআর)

ও

ফোকাল পয়েন্ট, এপিএ টিম
বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা